

নর্থ বেঙ্গল সুগার মিল

-কামরুন নাহার

কমিউনিস্ট নেতা রইস উদ্দিন আরিফের ‘হাড়-হাভাতের দেশে’র গোপালপুরে একদিন মার্কেটের একপাল প্রোলেতারিয়েতের সাথে পোঁটলা হয়ে পোঁছে গেলাম । উদ্দেশ্য, নর্থ বেঙ্গল সুগার মিল দেখা । গোপালপুর হলো নাটোর জেলার লালপুর থানার অন্তর্ভুক্ত একটি ইউনিয়ন। নর্থ বেঙ্গল সুগার মিল অভ্যর্থনা জানালো আখের ছোবড়ার গালিচা আর মহিষের সদ্য পরিত্যক্ত কাঁচা সবুজ লাদ দিয়ে। একের পর এক মোষের গাড়ি আশপাশের জমি থেকে আখ বোঝাই করে মিলে নিয়ে আসছে। একটা ছাড়া-মোষ শিং বাগিয়ে যেই সেলুট করতে এগিয়ে এলো, আমি তো লেজ গুটিয়ে একদিকে দিই ভোঁ দৌড়।

প্রথম দর্শন

মিলের ভেতর ঢুকেই তো চক্ষু ছানাবড়া । বিশাল হলঘরের ভেতরে যন্ত্রের সেকি লঙ্কাকাণ্ড আর কানফাটা চিৎকার। মিল হাউস একটা বিশাল দৈত্যাকার মেশিন। তার অনেকগুলো চাকা অবিরাম ঘুরে ঘুরে আখ মাড়াই করে রস নিংড়ে নিচ্ছে। তার চারপাশে গ্রিলঘেরা উঁচু করিডর । সেখান থেকে সিঁড়ি বেয়ে উপরের ফ্লোরে যাওয়া যায় । পুরোটাই লোহার পাটাতনে তৈরি । সেই করিডর ধরে হাঁটতে শুরু করি। চোখে জে, কে, রাওলিং-এর নায়ক হ্যারি পটারের চশমা। পিঠে হাড়-হাভাতে বাংলার ফকিন্লির ঝোলা। হাতে কলম ও ডায়েরি। মাঝে মাঝে তর্জনিটা কেন ‘কৌতুক- অভিনেতা রবিউলের’ মতো ঠোঁটের ফাঁকে ঢুকে পড়ে বা ঠোঁটের ওপরে উঠে বসে থাকে, সে রহস্য জানি না। মাঝে মাঝেই চেষ্টা করে উঠছি, ‘ওরে বাবা! পড়ে যাব!’ মিলহাউসের ফ্লোরে টুলে বসে থাকা মেকানিকস ইদ্রিস সাহেব প্রথম তার স্থির ও ভারী গলায় আশ্বস্ত করলেন, ‘ভয় নাই, ভয় নাই।’ এখানে এসে মনে হলো, আমি ‘টার্মিনেটর টু’-র বেয়াদব রোবট তাড়িত সেই কিশোর, যে প্রাণ-রক্ষার্থে তার মাকে নিয়ে এক কারখানায় ঢুকে পড়েছে। চারদিকে শুধু যন্ত্র আর পাইপ। মাঝে মাঝে ভুস ভুস করে এখান সেখান থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, আখের রস নালা বেয়ে ছলাৎ ছলাৎ করে ছুটে যাচ্ছে মেজারিং ট্যাঙ্কের দিকে, রস বিশাল হিটারে টগবগ করে ফুটছে। আর আকাশছোঁয়া উঁচু ছাদ। ইংরেজি ছবিতে এই দৃশ্য কতবারই না দেখেছি।

চিনিকলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

প্রতিষ্ঠা ও চালুর বছর: ১৯৩০ সালে এই সুগার মিল স্থাপিত এবং ১৯৩৩ সালে চালু হয়।

কার্যকাল: নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত একটানা মিল চলে। দিন রাত কখনো থেমে থাকে না।

অফ সিজন: মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত কারখানার মেশিন বন্ধ থাকে। কারণ এসময় আখ পাওয়া যায় না।

চিনির উৎপাদনের পরিমাণ: প্রতিদিন ১৫০০ বস্তা চিনি তৈরি হয়। (৪ এপ্রিল, ২০০৮ পর্যন্ত মোট উৎপাদিত চিনি ছিল ৩ ৭০৫২০ বস্তা।)

মুনাফা: কর্মচারীদের দেয়া তথ্য অনুসারে, ২০০৬-০৭ মৌসুমে আনুমানিক প্রায় ১৭ কোটি টাকা লাভ হয়।

কর্মচারী- অফিসারের পদ ও বেতন

ডিজিএম, কেমিস্ট, সুপারভাইজার, মেইট, হেল্পার, ইত্যাদি।

সর্বোচ্চ পদ ডিজিএম। বর্তমানে এই পদে আছেন মো হামিদুর রহমান।

মোট ৫ জন কেমিস্ট। চীফ কেমিস্ট শহিদুল ইসলাম।

সর্ব নিম্ন কর্মচারী, যেমন হেল্পারের বেতন মোট ৬০০০ টাকা। সর্বোচ্চ অফিসারের বেতন আনুমানিক প্রায় ৩০, ০০০ টাকা।

মেশিন ও কার্যক্রম

যেসব যন্ত্র পর্যায়ক্রমে কাজ করে সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি হলো- ১) মিল হাউস, ২) বয়লার, ৩) মেজারিং ট্যাঙ্ক, ৪) সালফার ট্যাঙ্ক, ৫) হিটার, ৬) সাবসাইডার, ৭) আরভিএফ, ৮) ১, ২, ৩, ৪ নং ইভাপরেটর, ৯) প্যান।

প্রথমে মিল হাউসে আখ মাড়াই ও রস নিংড়ানো হয়। এর সংগে সংযুক্ত মোট ৪ টি টারবাইন। রস নিংড়ানোর পর ছোবড়া গুলো বয়লারের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বয়লারে তৈরি হয় স্টিম, যা মোটা ও সরু পাইপের মাধ্যমে পৌঁছে যায় টারবাইন ও অন্যান্য মেশিনে। স্টিম বিভিন্ন মেশিনকে চালু রাখে।

মিল হাউস থেকে সংগৃহীত আখের রস পাইপ লাইনের সাহায্যে মেজারিং ট্যাঙ্কে পৌঁছলে যন্ত্রের সাহায্যে রস পরিমাপ করা হয়। সেখান থেকে সালফার ট্যাঙ্কে। এখানে রসের সাথে গন্ধক ও কলিচুন মেশানো হয়। তারপর রসটি হিটারে যায়। পরবর্তী ধাপ হলো সাবসাইডার। এখানে রসের সাথে কেনাফ্লক মেডিসিন মেশানো হয়। ফলে ময়লা ও রস আলাদা হয়ে যায়। ময়লা চলে যায় আরভিএফ ট্যাঙ্কে, আর রস ইভাপরেটরে। রস পর্যায়ক্রমে চারটি ইভাপরেটরে পৌঁছে। প্রত্যেকটিতেই স্টিমের সাহায্যে রস থেকে পানি নিংড়ে নেয়া হয়। এরপর প্যান ফ্লোরে। মোট ৫ টি প্যান রয়েছে। প্যানে চিনির দানা বা ক্রিসটাল তৈরি হয় এবং লালি বা মোলাসেস পরিত্যাক্ত হয়।

শেষ কথা

যন্ত্রের যন্ত্রণার মধ্যে যারা দিনের আটঘন্টা ব্যয় করে অতি নিরসভাবে, যাদের কারো কারো জীবনে বাড়তি টাকা নেই বলেই মাঝবয়সেও কোনো রসের বাইদানি জোটেনি বা জুটলেও ‘দেখা হয় না বারো মাস’, তাদের জীবনে আমি যেন হঠাৎ ‘দু ঘন্টার ফিল্ম স্টার’ হয়ে এসেছিলাম। সাধারণ কোয়ার্টারে অতি গরিবি হলে থাকলেও তাদের বুকভরা আবেগ আর ভালবাসার কমতি নেই। সর্বক্ষণ মৃত্যুর ঝুঁকির মধ্যে থাকলেও কেউ কেড়ে নিতে পারেনি তাদের উজ্জ্বল হাসির ছটা।

৪।৪।২০০৮

যাদের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা

- ১। হাবিলদার রমজান আলি।
- ২। নিজাম, সিকিউরিটি গার্ড।
- ৩। ইদ্রিস, মেকানিকস।
- ৪। আক্বাস আলি, মিলহাউস ও টারবাইন হেল্পার।
- ৫। নুরুল ইসলাম, সালফার হেল্পার। ইনি চিনিকলে ৭ বছর যাবত চাকরি করছেন।
- ৬। রবীন্দ্র আচার্য, ইভাপরেটর মেইট। ইনি চিনিকলে ৩২ বছর যাবত চাকরি করছেন।
- ৭। মাহফেল উদ্দিন, প্যান-ইন-চার্জ। ইনি চিনিকলে ৩৫ বছর যাবত চাকরি করছেন।
- ৮। কেমিস্ট ও আরো অনেকে।

*কামরুন নাহার বাংলাদেশের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ‘ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ’ (আইবিএস)- এর একজন পিএইচডি ফেলো। তার গবেষণার বিষয়- ‘বাংলাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতা: প্রকৃতি ও কারণ’।